মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক গোলাম আযম

মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৫৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

২০তম প্রকাশ

জিলহজ	১৪৩৫
আশ্বিন	১৪২১
সেপ্টেম্বর	২০১৪

বিনিময় ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MUSLIM MA-BONDER VABNAR BISHAY by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 12.00 Only.

www.amarboi.org

সূচীপত্র

নির্ভুল জ্ঞানের গুরুত্ব ৫
মা-বোনেরা ভেবে দেখবেন কি ? ৬
নিজেকে না চিনলে যা হয় ৭
মুসলিম কাকে বলে ? ৭
আমরা কি এসব করতে বাধ্য ? ৮
আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন ? ৯
ইসলাম মানে কী ? ৯
মুসলিম মহিলা হিসাবে করণীয় ১০
মুসলিম মহিলার পোশাক ১১
বাড়ীর ভেতরে পর্দার নিয়ম ১২
বাড়ীর বাহিরে পর্দার নিয়ম ১৬
পর্দার যুক্তি ১৭
বেপর্দা মেয়েদের মনের অবস্থা ১৭
বাইরে বের হবার সময় ভাবুন ১৮
মহিলাদের সম্পর্কে আমার ধারণা ১৯
স্কুল কলেজের ছাত্রীদের পোশাক ২০
মা-বোনদের ইজ্জতের দোহাই ২১
মরণের পরের কথা ভাবুন ২২

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

নির্ভুল জ্ঞানের গুরুত্ব

মানুষ যে সামাজিক পরিবেশে ছোট থেকে বড় হতে থাকে সে পরিবেশ অনুযায়ী তার রুচি ও অভ্যাস গড়ে উঠে। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যখন সে তার আচার আচরণ, চাল চলন ও কার্যকলাপকে বিচার করে তখন কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ তা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু যে রুচি ও অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছে তা ভাল নয় বলে বুঝলেও তা সংশোধন করা খুব সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা।

কোন মানুষই নিজের অমংগল চায় না। সে যা কিছু করে তার মংগলের উদ্দেশ্যেই করে। তবু কেন সে এত অশান্তি ভোগ করে? এর আসল কারণ হলো মংগল ও অমংগল সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। সে যেটাকে ভাল মনে করছে আসলেই সেটা হয়তো খারাপ। তাই যত ভাল মনে করেই করুক এর ফল খারাপ হতে বাধ্য।

মানুষ কল্যাণ ও শান্তির যতই কাংগাল হোক সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাব থাকলে সব চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও সে অশান্তিই পাবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ - البقرة : ٢١٦

"হয়তো তুমি যেটাকে অপছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য ভাল এবং যেটাকে পছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, আর তুমি জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬ আয়াত

www.amarboi.org

মা-বোনেরা ভেবে দেখবেন কি ?

মা-বোনদের ভাবনা চিন্তা করার জন্য যে বিষয়টার দিকে আমি তাদের গভীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই তাহলো তাদের ঐ পোশাক যা পরে তাদের বাড়ীর বাইরে আসা উচিত। আমি মা-বোনদের সবার উদ্দেশ্যে একথা বলছি না। শুধু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য যারা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করেন।

আমার ধারণা যে, যারা মুসলিম পিতামাতার ঘরে পয়দা হয়েছেন এবং যাদের ভাল নাম কুরআন হাদীসের ভাষায়ই রাখা হয়েছে (ডাক নামটা যতই আজেবাজে হোক) তারা সবাই নিজেকে মুসলিমই মনে করেন। কিন্তু নামে ও মনে মুসলিম হলেও হয়তো মুসলিম হিসাবে জীবন গড়ে তুলবার সুযোগ সবাই পাননি। যদি কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি মুসলিম না হিন্দু বা খৃষ্টান, তাহলে তারা রীতিমতো ক্ষেপে যাবেন। কারণ, তারা নিজেকে মুসলিম বলেই বিশ্বাস করেন এবং এ জাতীয় প্রশ্ন করাটাকেই অপমানজনক মনে করেন। এরা সত্যি মনে প্রাণে মুসলিম। তাদের উদ্দেশ্যেই আমি কিছু বলতে চাই।

যে বয়সের মহিলাদেরকে আমি সম্বোধন করতে চাই তারা প্রায় সবাই আমার নাতনী, কন্যা বা ছেলের বৌ-এর বয়সেরই হবেন। কিছু সংখ্যক অবশ্য ছোট বোনের বয়সেরও হবেন। আমার মায়ের বয়সের নিশ্চয়ই কেউ হবেন না। তবু মহিলাদেরকে সম্বোধন করতে হলে মা-বোন বলাটাই শোভন হয়। তাই মা-বোন ডেকেই বলছি। পিতা আপন মেয়েকে আদর করে মা-ই ডাকে।

মুসলিম মহিলা হিসাবে আপনাদের প্রতি আমি যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পোষণ করি তার সাথে আপনাদের চেয়ে বয়সে বড় হিসাবে আমি নিজেকে আপনাদের সবার একান্ত হিতকামী বলে অনুভব করি। আপনাদের প্রতি এ হিতকামনাই আপনাদেরকে সম্বোধন করে

www.amarboi.org

কিছু বলতে আমাকে বাধ্য করেছে। আমার কথাগুলো বিবেচনা করার সময় আমার এ আবেগটুকু আশা করি ভুলবেন না।

নিজেকে না চিনলে যা হয়

মা-বোনেরা, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, শিশুদের একটা বয়স এমন থাকে যখন সে নিজের পায়খানাই মুখে দেয়, আগুনে হাত দেয়, ছাই-মাটি গায়ে মাখে। এর কারণ আর কিছুই নয়, সে যে মানুষ সে চেতনা তখনও তার হয়নি। বাঘের বাচ্চা যদি শেয়ালের পরিবেশে থাকে তাহলে বাঘের স্বভাব গড়ে উঠে না—যদিও সে জন্মগতভাবে বাঘই বটে।

মুসলিম ঘরে পয়দা হলেও এবং নিজেকে মুসলিম মনে করা সত্ত্বেও অনেকেই মুসলিম চেতনা বোধ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সমাজ-পরিবেশ এমন যে নিজেকে চেনার সুযোগই হয়ত হয় না। আচরণ, অভ্যাস, রুচি হয়ত এমন পরিবেশে গড়ে উঠেছে যেখানে ঐ চেতনা জাগ্রত হতে পারেনি।

আমি একজন মুসলিম। আমার পক্ষে কি এমনভাবে চলা উচিত? আমার স্বভাব কি এমন হওয়া সংগত ? মুসলিম হিসাবে কি এটা করা আমার সাজে ? আমার বিবেকই আমাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করবে এবং সংশোধন হতে সাহায্য করবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমার বিবেক নিজেকে মুসলিম হিসাবে চিনতে পারবে।

মুসলিম কাকে বলে ?

মানুষের বাচ্চা মানুষই হয়, গরু বা ছাগল হয় না। কিন্তু একজন শিক্ষকের ছেলে কি জন্মগতভাবেই শিক্ষক হতে পারে ? শিক্ষকতার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তা অর্জন না করলে শিক্ষক হওয়া যায় না। মুসলিম পরিচয়টাও একটা গুণ। এটা আপনিই পয়দা হবে না।

www.amarboi.org

প্রত্যেক গুণই অর্জন করতে হয়। নবীর ঘরে জন্ম নিয়েও নূহ (আ)-এর ছেলে কাফের হয়েছে। কারণ মুসলিম হবার গুণ সে অর্জন করেনি। তাই বুঝতে হবে যে কী কী গুণ থাকলে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়া যায়।

ইসলাম শব্দটি আরবী। আমাদের দেশে মুসলমান শব্দটাই বেশী চালু। এ শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে এসেছে।

ইসলাম শব্দ থেকেই মুসলিম শব্দের সৃষ্টি। যে ইসলাম কবুল করেছে তাকেই মুসলিম বলে। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। নিজের খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির মরজি মতো না চলে যে আল্লাহর মরজি ও পছন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারই পরিচয় হলো মুসলিম।

এখন চিন্তা করুন যে, আমরা যদি মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের কী কী গুণ অর্জন করতে হবে।

প্রথমতঃ আমাকে জানতে হবে যে, ইসলাম কী।

দ্বিতীয়তঃ আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি ইসলামকে মেনে চলতে প্রস্তুত কিনা।

তৃতীয়তঃ ইসলামকে মেনে চলতে চাইলে সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধ কী তা জানতে হবে এবং তা পালন করে চলতে হবে।

আমরা কি এসব করতে বাধ্য ?

উপরে যে ৩টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তা অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে বাধ্য করেন না। স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে ফায়সালা করার ইখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে। যদি কেউ ইসলামকে কবুল করতে না চায় তাহলে বুঝা গেল যে, সে নিজেকে

www.amarboi.org

মুসলিম বলে গণ্য করতে চায় না এবং সে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালন করতে রাযী নয়।

মানুষের এ স্বাধীন ইচ্ছার কারণেই সে মুসলিম হিসাবে চলার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে, আর অন্য সিদ্ধান্ত নিলে শাস্তি পাবে। এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেননি।

আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন ?

গতানুগতিকভাবে আপনি নিজেকে যতই মুসলিম মনে করেন, ব্যাপারটা কিন্তু সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার। যদি মুসলিম হিসাবেই জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে চান তাহলে ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানতে হবে এবং মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। এ মানসিক প্রস্তুতির নামই ঈমান। যখন ঈমান পয়দা হবে তখন আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলা কঠিন মনে হবে না। সুতরাং বিবেককে জিজ্ঞেস করুন যে, এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন।

ইসলাম মানে কী ?

প্রত্যেক সৃষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিধানই স্রষ্টা দিয়েছেন। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেরই জন্য রচিত বিধান মেনে চলা বা না চলার কোনো ইখতিয়ার তাদেরকে দেননি। তিনি নিজেই সব বিধান সব সৃষ্টির উপর চালু করে দিয়েছেন। ঐসব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি, আল্লাহ নিজেই জারী করেছেন।

মানুষের দেহের জন্যও যেসব বিধান দরকার তাও নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি। রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিধি এবং অন্যান্য যাবতীয় বিধান আল্লাহ নিজেই চালু করে দিয়েছেন। কিন্তু

www.amarboi.org

মানুষের নৈতিক জীবনের সকল বিধি-বিধান, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবার জন্য যে জীবন বিধান প্রয়োজন তা-ই নবীর মারফতে পাঠানো হয়েছে। এসব মেনে চলার জন্য বাধ্য করা হয়নি।

সুতরাং সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। মানুষের উপযোগী যে বিধান তা-ই মানুষের ইসলাম।

মানুষের দেহসহ সকল সৃষ্টির ইসলামই বাধ্যতামূলক এবং তার জন্য নবীর দরকার হয়নি। কিন্তু নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের জন্য যে ইসলাম তা নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং তা পালন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। এমন কি নবীকেও ক্ষমতা দেয়া হয়নি মানুষকে বাধ্য করতে।

যখন কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর দেয়া বিধানই তার জন্য ভাল তখন বুঝা গেল যে, সে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ সে ইসলামকে মেনে চলার জন্য মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বা মুসলিম হিসাবে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন জানা দরকার যে, এ সিদ্ধান্ত যে নিয়েছে তার করণীয় কী ?

মুসলিম মহিলা হিসাবে করণীয়

যে ব্যক্তি ডাক্তার হবার সিদ্ধান্ত নিল সে এ উদ্দেশ্যে সফল হবার জন্য যা দরকার সবই করবে। তেমনি যে মুসলিম হিসাবে চলার সিদ্ধান্ত নিল সে অবশ্যই এর জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করবে। যদি তা না করে তাহলে একথা বুঝা যাবে যে, সে মুসলিম হবার ইচ্ছা রাখে বটে কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আর সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমান এখন চরম দুর্বল অবস্থায় আছে।

www.amarboi.org

মুসলিম হিসাবে প্রথম করণীয় কাজই হলো এ শপথ নেয়া যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তারীকার বাইরে চলব না। সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রাসূল যা পছন্দ করেন তা-ই করব এবং যা তারা অপছন্দ করেন তা করব না। আমরা যে কালেমা তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চারণ করি এর আসল মর্ম কিন্তু এটাই।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা কী তা জানতে চেষ্টা করা। আমার খাওয়া-পরা ও চলা-ফেরা থেকে শুরু করে সব বিষয়েই আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দ কী আর অপছন্দ কী তা জানতে হবে। না জানলে মুসলিম জীবন কী করে চলবে?

তৃতীয় কর্তব্য হলো কোন ইসলামী মহিলা সংগঠনের সাথে মিলে নিজের জীবনকে মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করা। একা একা এ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যারা নিজেকে গড়ে তুলছে তাদের সাথে মিলে কাজ করেই এ পথে এগুতে হবে। যেমন ডিগ্রী নিতে হলে কলেজে ভর্তি হতে হয়। একা এটা করা যায় না। তেমনি কোন সংগঠনের মাধ্যমেই মুসলিম জীবন গড়ে তুলতে হয়।

মুসলিম মহিলার পোশাক

যদি আপনি নিজকে মুসলিম মনে করেন এবং মুসলিম পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ না করেন তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূল মুসলিম মহিলাদের পোশাকের জন্য কী কী বিধান দিয়েছেন।

যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের সামনে যে পোশাক পরে চলাফেরা করা যায় সে পোশাক পরে অন্যদের সামনে যাওয়া যাবে না। যেমন পিতা, শ্বশুর, আপন ভাই, আপন চাচা, মামা প্রমুখ

www.amarboi.org

আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হারাম। তাই তাদের সামনে শুধু সতর ঢেকে চলাই যথেষ্ট।

সতর একটি ইসলামী পরিভাষা। এ শব্দটির অর্থই হলো—গোপন করা বা ঢেকে রাখা। নামায পড়ার সময় শরীরের যে যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয তাকেই সতর বলে। পুরুষের সতর হলো নাভী থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা। স্ত্রী ছাড়া আর সব লোকের দৃষ্টি থেকে এটুকু ঢেকে রাখা ফরয। এটুকু ঢাকা না হলে পুরুষের নামাযই হবে না। তেমনি মেয়েদের সতর ঢাকা ছাড়াও নামায শুদ্ধ হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) নিজে হাত দিয়ে সতরের সীমা দেখিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের পুরো চেহারা (চুলের গোড়া থেকে থুতনী এবং এক কানের লতী থেকে অন্য কানের লতী পর্যন্ত যেটুকু অযু করার সময় ধোয়া ফরয), দু হাতের আংগুল থেকে কবজির উপর পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু থেকে আংগুল পর্যন্ত–এ তিনটি অংশ ছাড়া বাকী সমস্ত শরীরই সতরের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ ও রাসূল মহিলাদের জন্য সতরের যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন তা জানবার পর আপনারাই বিবেচনা করুন যে, আজকাল মেয়েরা যে ধরনের পোশাক পরে তা মুসলিম মহিলাদের জন্য উপযোগী কিনা।

বাড়ীর ভেতরে পর্দার নিয়ম

বাড়ীর ভেতরে মহিলাদের কর্মব্যস্ত থাকাকালে সবসময় সতর ঢেকে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বাড়ীর অন্দর মহলে পুরুষদের অবাধ যাতায়াত হওয়া উচিত নয়। সেখানে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এর পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে পর্দার সমস্যা নেই। কিন্তু একান্নভুক্ত

www.amarboi.org

পরিবারে এটা রীতিমতো সমস্যা। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যেসব পুরুষের সাথে দেখা দেয়া শরীয়তে নিষেধ তাদের অন্দর মহলে যেতে দেয়া মোটেই উচিত নয়। তাহলে মেয়েরা সতর না ঢেকে অবাধে নিজেদের কাজকর্ম করতে পারবে।

চাচা, মামা, নানাদের সামনে সতর ঢেকে চলা এত কঠিন নয়। কারণ তাদের সাথে সবসময় দেখা হয় না। যখন দেখা হয় তখন সতর ঢেকে দেয়া সম্ভব। কিন্তু একই বাড়ীতে থাকা অবস্থায় পিতা, দাদা ও আপন ভাইদের সাথে রাতদিন বারবার দেখা হয়ে যায় বলে তাদের সামনে সবসময় সতর ঢেকে রাখা অসম্ভব। বাড়ীর অন্দর মহল ও বাহির মহল আলাদা থাকলে বারবার দেখা হয় না। কিন্তু ছোট বাড়ীতে দুটো মহলের জন্য আলাদা এলাকা চিহ্নিত করাও কঠিন।

পিতা, দাদা ও আপন ভাইদের সামনে সতর ঢাকার ব্যাপারে কিছু শিথিলতা আছে কিনা জানার জন্য দারুল ইফতা বাংলাদেশের মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকে তাহকীক করার অনুরোধ জানালে তিনি এ বিষয়ে যা জানালেন তা হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

সতর উর্দু শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ হলো, আওরাহ্। বাংলা অর্থ হলো, মানুষের সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা তারা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে ও খারাপ মনে করে (কাওয়া'ইদুল ফিকহ ঃ ৩৯২)। কাজেই সতর মানুষের শরীরের এমন অংশ যা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সামনে উন্মুক্ত করা না জায়েজ ও হারাম। বিনা প্রয়োজনে কারো সতরের দিকে তাকানোও হারাম।

–সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, মহিলাদের সতর হলো, তাদের মুখমণ্ডল ও দু' হাত (কব্জি থেকে শেষাংশ) ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শরীর। কারো কারো মতে, দু' পায়ের পাতাও সতরের বাইরে।–কাওয়া'ইদুল ফিক্হ ঃ ৩৯২

www.amarboi.org

নামায আদায়ের সময় মেয়েদের পুরো সতর অর্থাৎ মুখমণ্ডল, দু' হাত (কব্জি থেকে শেষাংশ) এবং দু' পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা ফরয।-সূরা আল আরাফ ঃ ৩১-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

মহিলাদের অন্দর মহলে নিজস্ব পরিবেশে ফিতনার আশংকা কম এবং কাজকর্ম করতে গিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখাও কষ্টকর। সম্ভবত এসব কারণে শরীআত মুসলিম মহিলাদের সামনে মহিলাদের সতর পুরুষের সামনে পুরুষের সতরের ন্যায়—নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে।-আল মাওসূ'আহ্ আল ফিকহিয়্যা ঃ ৩১/৪৭-৪৮; রাওয়ায়ি'উল বয়ান ঃ ২/১৫৩ ; শারহি ফাতহুল কাদীর ঃ ৮/৪৬৬।

অতএব, কোন মহিলার পক্ষে অপর কোন মহিলার নাভি থেকে হাঁটু এর মধ্যবর্তী স্থানের কোন অংশ নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া দেখা জায়েজ নয়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সামনে সতর খোলাও জায়েজ নয়।

মাহরাম পুরুষের নিকট থেকে মহিলাদের ফিতনার আশংকা কম, তাই মাহরাম পুরুষের সামনে মাহরাম মহিলাদের সতর হলো—চুল, মাথা, ঘাড়, গলা, দু' পা-হাঁটুর নীচের অংশ এবং দু' হাত ছাড়া সমস্ত শরীর। হানাফী মতে বক্ষের উপরিভাগও সতর নয়।—সূরা আন নূর ঃ ৩১ ; আল মাওসূ'আহ্ আল ফিকহিয়্যা ঃ ২৪/১৭৪ ; শারহি ফাতহুল কাদীর ঃ ৮/৪৬৬।

এসব অঙ্গ মহিলাদের তাদের মাহরাম পুরুষের সামনে খোলা এবং মাহরাম পুরুষদের তা দেখা জায়েজ। অবশ্য কোন মহিলা যদি তার কোন মাহরাম পুরুষ কর্তৃক ফিতনার আশংকা করে, তাহলে উক্ত মাহরাম পুরুষের সামনে তার এসব অঙ্গ খোলা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে কোন পুরুষ যদি তার কোন মাহরাম মহিলার উক্ত অঙ্গগুলো দেখার ক্ষেত্রে ফিতনার (কামভাব জাগ্রত হওয়ার) আশংকা

www.amarboi.org

করে, তাহলে তার পক্ষে উক্ত মাহরাম মহিলার ঐসব অঙ্গের দিকে তাকানো জায়েজ হবে না।–শারহি ফাতহুল কাদীর ঃ ৮/৪৬৯ ; ফাত্ওয়া শামী ঃ ৬/৩৬৭।

এ অবস্থায় মেয়েদের জামার আস্তিন কনুই ও কবজার মাঝামাঝি থাকলে পিতা ও ভাইয়ের সামনে যেতে অসুবিধা থাকে না। জামাটা একটু ঢিলা হলে আরও ভাল। মেয়েদের এটুকু সচেতন থাকা দরকার যে তাদের শরীরের কোন অংশ খোলা থাকা অবস্থায় এবং উড়না দিয়ে বুকটুকু ভালভাবে না ঢেকে স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে যাওয়া শালীনতার বিরোধী।

এক বাড়ীতে বসবাস করে দেবরকে মোটেই দেখা না দিয়ে থাকা সবচেয়ে কঠিন। অথচ রাসূল (স) দেবরকে 'যম' মনে করে সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্বামী ও শাশুড়ীর সহযোগিতা পেলে সমস্যা থাকে না। সহযোগিতা না পাওয়া পর্যন্ত দেখা দিতে হলে ভালভাবে সতর ঢাকা থাকা দরকার।

চাচাত, মামাত, খালাত ও ফুফাত ভাইদের সাথে পর্দা না করার কুফল সমাজে কারো অজানা নয়। আল্লাহ পাক অনর্থক পর্দার হুকুম দেননি। বাড়ীর মুরুব্বীরা যদি নিজেদের বাড়ীতে পর্দার বিধান চালু রাখার চেষ্টা করেন তাহলে মেয়েদের কোনো সমস্যা পোয়াতে হয় না। মেয়েদের বেপর্দা হওয়ার জন্য পিতা-মাতাই আসল দায়ী। আল্লাহর কাছে তারা এ বিষয়ে পাকড়াও হবেন বলে যদি অন্তরে ভয় থাকে তাহলে কোনো পিতা-মাতা এ বিষয়ে অবহেলা করতে পারে না।

আসলে পর্দা মেনে চলা প্রধানতঃ মেয়ের মনোবলের উপরই নির্ভর করে। যে মেয়ে পর্দা পালন করে তাকে বেপর্দা হবার জন্য কেউ চাপ দেয় না। স্বামী যদি শরীয়তের ব্যাপারে ঢিলা হয় তাহলে সে-ই শুধু চাপ দিয়ে স্ত্রীকে বেপর্দা করার চেষ্টা করে। তা না হলে

www.amarboi.org

দেবর ও চাচাত মামাত ভায়েরা কিছু সময় অসন্তুষ্ট থাকলেও পর্দা পালনের কারণে দোষ দেয় না, বরং অন্তরে শ্রদ্ধাই করে। অবশ্য ফেকাহ্বীদগণ আত্মীয় স্বজনের সাথে পর্দা করার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীদের বয়স, সাক্ষাতের পরিবেশ ও সময়ের দিকে বিবেচনা করে অবস্থা ভেদে পর্দা কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে বলে রাসূল (স)-এর আচরণ ও অনুমতি থেকে প্রমাণ করেছেন। আসল কথা হল পর্দার উদ্দেশ্য বুঝা। যে কারণে আল্লাহ্ পাক পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন তা স্পষ্ট। ঐ উদ্দেশ্য বিনষ্ট না করে পর্দার সাধারণ বিধান কোন্ কোন্ অবস্থায় শিথিল করা চলে সে বিষয়ে সাবধানতার সাথেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম হিসাবে নারী-পুরুষ সবারই ঈমানী দায়িত্ব। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যে সূরা নূরের ৩০ ও ৩১ আয়াতের তাফসীর পড়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাই।

বাড়ীর বাহিরে পর্দার নিয়ম

মুসলিম মহিলাকেও স্বাভাবিক প্রয়োজনেই বাড়ীর বাইরে যেতে হয়। বাড়ীর ভেতরে থাকাকালে বাপ ভায়ের সামনে যেখানে সতর ঢাকা প্রয়োজন, সেখানে ঘরের বাইরে তো নিশ্চয়ই আরও বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। শহরে-বন্দরে, অফিস ও বাজারে যে ধরনের পোশাক পরে মহিলারা চলাফেরা করেন তা মুসলিম মহিলার কোনো পরিচয় বহন করে কিনা তা ভেবে দেখুন।

মহিলাদের দেহের যে তিনটি অংশ সতরের বাইরে রাখা হয়েছে সেটুকু সহ গোটা শরীর ঢেকে রাখার নামই হলো পর্দা। বিশেষ করে বাড়ীর বাইরে পরপুরুষদের সামনে যেতে হলে চেহারা অবশ্যই ঢেকে রাখা প্রয়োজন। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো হিজাব বা পর্দা। পর্দা সম্পর্কে কুরআন পাকের সূরা নূর ও সূরা আহযাবে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয় এমন ঘনিষ্ট আত্মীয়দের সাথেও পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে। কারণ তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত ও মেলামেশার পরিণামে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠার আশংকা রয়েছে। আজ সমাজে ব্যাপকভাবেই যে এসব হচ্ছে তা কারোই অজানা নয়।

নারী ঘটিত যত অসামাজিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে তার জন্য মহিলাদের অশালীন পোশাক কি অনেকাংশে দায়ী নয়?

পর্দার যুক্তি

যৌন বিজ্ঞানে একথা স্বীকৃত এবং প্রতিটি যৌন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা একথার সাক্ষী যে পুরুষের যৌন ক্ষুধা মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশী। শুধু তাই নয় পুরুষের যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত ত্বরিত। নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই পুরুষের মধ্যে যৌন চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু মহিলাদের বেলায় অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছাড়া সাধারণতঃ মহিলাদের যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না।

নারী দেহের প্রতিটি অংগ পুরুষের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলেই বেপর্দা নারী দেখলে পুরুষকে তার যৌন চেতনা দমন করতে বেগ পেতে হয়। স্রষ্টা নারীকে এতটা আকষর্ণীয় করে সৃষ্টি করেছেন বলেই তার সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন।

বেপর্দা মেয়েদের মনের অবস্থা

কোনো সুস্থ মনের মহিলা কখনও এটা কামনা করতে পারে না যে, তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। তাই এ মনোভাবের মহিলার পক্ষে নিজেকে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করে

www.amarboi.org

পরপুরষের সামনে তার সৌন্দর্য বিতরণ করার মতো কুরুচি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

একথা যদি সত্যি হয় তাহলে যেসব মহিলা (বিশেষ করে যারা সত্যি সুন্দরী তারা) নিজেদের সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে কোনো অনুষ্ঠানে বা পার্কে বা বিপণী বিতানে পরপুরুষের মন ও চোখ কেড়ে নেয় তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কি সুরুচির সামান্য পরিচয়ও দেয় ? তারা কি বুঝেন না যে, যাদের দৃষ্টি তাদের সৌন্দর্য সুধা পান করছে তারা নিশ্চয়ই পবিত্র মন নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে নেই। যে দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় সে দৃষ্টিতে কি কেউ তাদেরকে দেখে ?

যে জাতীয় মহিলাদের পোশাকে সৌন্দর্য প্রদর্শনীর মনোভাব রয়েছে তাদের মন দেহ ব্যবসায়ীদের থেকে কোনো দিক দিয়েই কি উন্নত বলা চলে ? ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে কয়েক বছর পুরাতন ঢাকায় হোষ্টেলে ছিলাম। রাজপথেই কলেজে যেতাম। যাবার পথে একটা গলিতে দেহ ব্যবসায়ীদের আড্ডা ছিল। তারা কখনও রাজপথে আসতো না। কিন্তু সাজগোজ করে গলির ভেতরেই যার যার ঘরের সামনে গ্রাহকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। সত্যি বলছি তাদের পোশাক আধুনিক অনেক ভদ্র মহিলার চেয়ে শালীন ছিল।

বাইরে বের হবার সময় ভাবুন

আপনি বাড়ীর বাইরে যাবার পূর্বে সাজগোজ করার সময় এ কয়টি কথা ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থ মনে বিবেচনা করুন ঃ

১। আপনি কাদের সামনে আপনার সৌন্দর্য পরিবেশন করতে চাচ্ছেন? আপনার সৌন্দর্য উভভোগ করার অধিকার একমাত্র আপনার স্বামীর। আপনি তার জন্য এভাবে কখনো সাজেন ?

www.amarboi.org

২। সাজগোজ করে রাস্তায় চলার সময় যখন সবাই আপনার দিকে চেয়ে থাকে তখন আপনার মনে কেমন বোধ হয় ?

৩। এভাবে সৌন্দর্য বিতরণ করে আপনি দুনিয়ায় কী উপকার পেলেন? এটা না করলে আপনার কী ক্ষতি হতো ?

৪। যারা আপনাকে দেখে চোখ ও মনের জিনায় লিপ্ত হলো তাদের এ কবীরা গুনাহের জন্য আখিরাতে আপনি দায়ী হবেন কিনা ?

৫। আপনার এ আচরণ থেকে আপনার কন্যারা কী শিক্ষা গ্রহণ করছে ? তাদের তরুণ বিবেক কি এটা ভাল কাজ বলে মনে করছে।

আপনি এভাবে হয়তো এতদিন চিন্তা করেননি। অনেকেই যা করছে আপনিও ফ্যাশন হিসাবে তা করে যাচ্ছেন। যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও নৈতিকতাবোধের বিচারে আপনার এ অভ্যাস সঠিক বলে আপনার মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না।

আপনার সাজ-সজ্জা দোষণীয় নয়। মহিলা মহলে সেজেগোজে যেতে ইসলাম আপত্তি করে না। পর পুরুষদের দৃষ্টি থেকে আপনার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখুন। এটাই আল্লাহর নির্দেশ।

মহিলাদের সম্পর্কে আমার ধারণা

আমি অশালীন পোশাক পরিহিতা মহিলাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি না। তাদের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করাই আমার উদ্দেশ্য। তাদের এ অবস্থার জন্য তারাই প্রধানত দায়ী নয়। কুরআন ও হাদীসে নারীর পর্দা সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে তা চালু করার দায়িত্ব পুরুষের উপরই দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল বর্তমান সমাজের চরিত্রহীন পুরুষদের নেতৃত্বেই মহিলারা এত বেপর্দা হচ্ছে।

www.amarboi.org

মহিলাদের মধ্যে অসুস্থ মনের সংখ্যা খুবই কম বলে আমার ধারণা। ষ্টাইল ও ফ্যাশনের নামে ও অন্যের দেখাদেখি মহিলাদের মধ্যে অশালীন পোশাকের প্রচলন দ্রুত বেড়ে চলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণকারী প্রভাবশালী, অর্থশালী ও ক্ষমতাসীন পুরুষদের নেতৃত্বেই মহিলা মহলে এ ভোগবাদী মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে সৎলোকের শাসন ও চরিত্রবান লোকদের নেতৃত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত অশালীন পোশাকের এ বন্যা রোধ করা যাবে না বলেই আমি মহিলা সমাজের দুয়ারে ধরণা দিতে বাধ্য হয়েছি। আমার বিশ্বাস শিক্ষিতা মহিলাদের বিপুল সংখ্যা পোশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন না হলেও তারা সুস্থ মনের অধিকারী। যারা সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বেড়ায় তাদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও তাদের কুপ্রভাবের কারণেই এ সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ঐ সুস্থমনা শিক্ষিতা মহিলাদের অন্তরে আমার আবেদন সাড়া জাগাবে বলে প্রবল আশা নিয়েই মা-বোনদের নিকট এ বক্তব্য পেশ করলাম।

স্কুল কলেজের ছাত্রীদের পোশাক

১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হই তখন আমাদের ক্লাসের মেয়েদের পোশাক খুবই শালীন ছিল। মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রীদেরকে চেনার মাপকাঠী ছিল পোশাক। মুসলিম মেয়েরা মাথায় কাপড় দিত, আর হিন্দুরা মাথা খালি রাখতো। ইংরেজ আমলে স্কুল কলেজেও মেয়েদের পোশাক মুসলিম ঐতিহ্যের বিপরীত ছিল না।

পাকিস্তান আমলেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী কায়দায় এদেশের স্কুল কলেজের ছাত্রীদের জন্য সালওয়ার কামীসের প্রচলন হয়। ওড়নার নামে ভাঁজকরা কাপড় বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দিয়ে একটা ইউনিফর্মের রূপ দেয়া হয়। মাথা খোলা রাখা

www.amarboi.org

বাধ্যতামূলক হয়। সুতরাং গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত ছাত্রীরা সেজেগোজে বেনী দুলিয়ে স্কুলে যায়। ছাত্রীদের এ জাতীয় পোশাকই কি তাদের আসা যাওয়ার পথে বখাটে ছেলেদের বাহিনী সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়?

আল্লাহ্ পাক মেয়েদেরকে পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ এর উল্টো অভ্যাসই সমাজে চালু হয়ে গেছে। স্বামীর দেয়া ভাল শাড়ী ও পোশাক পরে বাইরে পর পুরুষের নিকট সৌন্দর্য বিতরণ করার প্রবৃত্তি কি সুস্থ্ মনের পরিচায়ক?

স্কুল কলেজগামী ছাত্রীরা যদি কমপক্ষে সতরটুকু ঢেকে এবং একটু মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় চলে তাহলে এ জাতীয় শালীন পোশাক পরিহিতা মেয়েদের দিকে বখাটে ছেলেরাও অশালীন ভংগী দেখাতে সাহস করবে না। তারা অশালীন পোশাকের মেয়েদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

মা-বোনদের ইজ্জতের দোহাই

আমি অত্যন্ত দরদের সাথে আমার দেশের মা-বোনদের নিকট একথা পেশ করার পর তাদের ইজ্জতের দোহাই দিয়ে আবেদন জানাই যে, আপনারা যদি নিজেদের নারীত্বের মহান মর্যাদা বহাল রাখার জন্য নিজেরা ব্যতিব্যস্ত না হন তাহলে সমাজে নারী নির্যাতন কিছুতেই বন্ধ হবে না। আপনারা দেহের সৌন্দর্য ঢেকে রাখলে পুরুষেরা আপনাদেরকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে। আপনারা নিজেদেরকে পরপুরুষের নিকট আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য না করলে উপযুক্ত মোহর দিয়ে বিয়ে করার জন্যে পুরুষেরা ধরণা দেবে। বিবাহের বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকি না নিয়েই যদি পুরুষ তার যৌন ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ পায় তাহলে সে যৌতুকের দাবী তুলবেই। বিবাহ ছাড়া যৌন তৃপ্তির কোনো পথ না পেলে যৌতুকের কুপ্রথা সহজেই উঠে যাবে। আইন করে যৌতুক যে বন্ধ করা যায় না সেকথা কি প্রমাণিত হয়নি?

www.amarboi.org

আল্লাহ পাক মেয়েদের জন্য মোহরের অধিকার দিয়েছেন যার কমপক্ষে অর্ধেক যৌন সম্পর্ক শুরুর পূর্বেই প্রাপ্য। অথচ আজকাল যৌতুকের নামে পুরুষেরাই মেয়েদের কাছ থেকে মোহর আদায় করছে। মেয়ের নামে কাবিনে মোহর লেখা হয় বাকীর খাতায় যা আদায় করার জন্য মেয়েদের পক্ষ থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে না। অথচ যৌতুক নামে পুরুষরা নির্লজ্জের মতো নগদ 'মোহর' চাপ দিয়ে আদায় করে নেয়। এভাবে মেয়েরা তাদের ইজ্জতের সাথে সাথে শুধু অধিকারই হারাচ্ছে না, যৌতুকের চরম যুলুমও সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। হে মা বোনেরা ! আপনাদের ইজ্জতের দোহাই, আপনারা পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের বিধান মেনে দেখুন আপনাদের মর্যাদা কত সহজে বহাল হয়। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন এ দোয়াই করছি।

মরণের পরের কথা ভাবুন

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের পর যে অনন্ত অসীম জীবন আসবে সেখানে যদি মুসলিম হিসাবে মর্যাদা ও সুখ শান্তি পেতে চান তাহলে আর দশজন মেয়ে অশালীন পোশাক পরে বলেই বিনা দ্বিধায় আপনি তাদের অনুকরণ করবেন না। আপনাকে দোযখে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার চিন্তা করতেই হবে। আপনার বিবেক নিশ্চয়ই আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে যদি আখিরাতের চিন্তা মনে জাগে।

আপনার দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও আখিরাতের জীবনকে শান্তিময় করতে হলে আপনাকে জানতে হবে—ইসলাম কী ? পর্দা কী ? দুনিয়ার দায়িত্ব কী ? আখিরাতে মুক্তির উপায় কী ?

অতি সহজ সরল ভাষায় এসব বিষয়ে জানতে হলে নিম্নলিখিত বই কয়টি পড়ুন ঃ

১। ইসলাম পরিচিতি—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

www.amarboi.org

২। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা—ঐ

(এ বইটি ৬টি চটি বই এর আকারে আলাদা আলাদাও পাওয়া যায় ভিন্ন নামে ঃ ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, নামায-রোযার হাকীকত, যাকাতের হাকীকত, হজ্জের হাকীকত ও জিহাদের হাকীকত)।

৩। পর্দা ও ইসলাম—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)।

৪। স্বামী স্ত্রীর অধিকার—ঐ।

৫। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা—ঐ।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বইসমূহ ঃ

আল কুরআনের সহজ অনুবাদ (সূরা ফাতিহা-সূরা তাওবা)
ইকামাতে দ্বীন
ESTABLISHMENT OF DEEN ISLAM
(Iqamatud Deen)
নবী জীবনের আদর্শ
যুক্তির কষ্টি পাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ
আদম সৃষ্টির হাকীকত
ষ্টাডী সার্কেল
কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী
আমার বাংলাদেশ
চিন্তাধারা
মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
দ্বীন ইসলামের ১৫ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা